ধ্বনি

- কোনো ভাষার বাকপ্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি / Sound পাই।
- বাংলা ভাষাতেও কতগুলো মৌলিক ধ্বনি আছে।
- বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন : স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি
- স্বরধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না তাদের বলা হয় স্বরধ্বনি / Vowel sound । যেমন : অ, আ, ই, উ, ঊ ইত্যাদি।
- ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে তাদের বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি / Consonant sound । যেমন: ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।
- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ/ Letter । বর্ণ দুই প্রকার। যেমন : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ
- স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।
- ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন : ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি।
- যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা / Alphabet বলা হয়।
- যে বর্ণমালায় বাংলা ভাষা লিখিত হয় তাকে বলা হয় বঙ্গলিপি।
- বিশেষ দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি ‘অ’ স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন : ক্+অ=ক।

- স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের নিচে ‘হস’ বা ‘হল’ চিহ্ন (্) দিয়ে লিখিত হয়।
- এরূপ বর্ণকে বলা হয় হসন্ত বা হসন্ত বর্ণ।
- ‘ঐ ঔ’ দুটি যুগ্ম স্বরধ্বনির প্রতীক। যেমন: অই (অ+ই/ও+ই), ঔ (অ+উ/ও +উ
- অল্পপ্রাণ স্বরবর্ণ ৫টি অ ই উ এ ও
- মহাপ্রাণ স্বরবর্ণ ৫টি আ ঈ ঊ ঐ ঔ
- পূর্ণমাত্রা স্বরবর্ণ ৬টি অ আ /ই ঈ /উ ঊ
- মাত্রাহীন স্বরবর্ণ ৪টি এ ঐ ও ঔ
- অর্ধমাত্রা স্বরবর্ণ ১ টি ঋ
- মৌলিক স্বরবর্ণ ৮টি অ আ/ই ঈ /উ ঊ /এ ও
- যৌগিক স্বরবর্ণ ২টি ঐ (অ/ও+ই), ঔ (অ/ও+উ)
- পূর্ণমাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি ক ঘ /চ ছ জ ঝ /ট ঠ ড ঢ /ত দ ন/ফ ব/ভ ম /য র ল ষ/স হ ড় ঢ় য়
- র্অধমাত্রার **ব্যঞ্জনবর্ণ** ৭টি খ গ ণ থ ধ প শ
- মাত্রাহীন **ব্যঞ্জনবর্ণ** ৬টি ঙ ঞ ঃ ঁ ৎ ং
- আশ্রিত বর্ণ ৩টি ং, ঃ, ঁ
- নাসিক্য বর্ণ/অনুনাসিক ৭টি ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ঃ ঁ
- যৌগিক স্বরধ্বনি ২৫টি
- যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ২টি ঐ ঔ
- স্পর্শ ব্যঞ্জন ২৫টি ক-ম র্পযন্ত
- উষ্মধ্বনি/শিসধ্বনি ৪টি শ, ষ, স, হ
- ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয় : আ-কার, ঈ-কার। যেমন : মা, মী,
- ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয় : ই-কার, এ-কার, ঐ-কার। যেমন : মি, মে, মৈ,
- ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয় : উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার। যেমন : মু, মূ, মৃ,
- ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিকে যুক্ত হয় : ও-কার, ঔ-কার। যেমন : মো, মৌ

- ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক জিহবা ও ওষ্ঠ।

আর উচ্চারণের স্থান হলো কণ্ঠ বা জিহ্বামূল অগ্রতালু, মূর্ধা বা পশ্চাৎ দন্তমূল, দন্ত বা অগ্র দন্তমূল, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি।

- উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

    ১. কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয়
    ২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত
    ৩. মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়
    ৪. দন্ত্য বা অগ্র দন্তমূলীয়
    ৫. ওষ্ঠ

- মোট বাগযন্ত্র (১২টি)

    ১. ঠোঁট, ওষ্ঠ্য
    ২. দাঁতের পাটি
    ৩. দন্তমূল, অগ্র দন্তমূল
    ৪. অগ্রতালু, শক্ত তালু
    ৫. পশ্চাত্তালু, নরম তালু, মূর্ধা
    ৬. আলজিভ
    ৭. জিহবাগ্র
    ৮. সম্মুখ জিহবা
    ৯. পশ্চাদজিহ্বা, জিহ্বামূল
    ১০. নাসা-গহ্বর
    ১১. স্বর-পল্লব, স্বরতন্ত্রী
    ১২. ফুসফুস

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
জিহ্বামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ শ য য়	তালব্য বর্ণ
পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত বর্ণ
ওষ্ঠ	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ বর্ণ

➢ বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলোঃ (স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান ৭টি)

স্বরস্তর	সম্মুখ, ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয়, ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ, ওষ্ঠাধর গোলাকৃত
উচ্চ	ই ঈ		উ ঊ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

- খণ্ড-ত (ৎ)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি ‘ত’ বর্ণের হ্-চিহ্ন যুক্ত (ত্)-এর রূপভেদ মাত্র।
- যৌগিক স্বর : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর, সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষর বা দ্বিস্বর বলা হয়। যেমন :
  - অ + ই = অই (উন)
  - অ + উ = অউ (বউ)
  - অ + এ = অয়, (বয়, ময়না)
  - অ + ও = অও (হও, লও)
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ :
  - আ + ই = আই (যাই, ভাই)
  - আ + উ = আউ (লাউ)
  - আ + এ = আয় (যায়, খায়)
  - আ + ও = আও (যাও, খাও)
  - ই + ই = ইই (দিই)
  - ই + উ = ইউ (শিউলি)
  - ই + এ = ইয়ে (বিয়ে)
  - ই + ও = ইও (নিও, দিও)
  - উ + ই = উই (উই, শুই)
  - উ + আ = উয়া (কুয়া)
  - এ + আ = এয়া (কেয়া, দেয়া)
  - এ + ই = এই (সেই, নাই)
  - এ + ও = এও (খেও)
  - ও + ও = ওও (শোও)
- বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে। যেমন : ঐ (কৈ), ঔ (বৌ)।
- অন্য যৌগিক স্বরের প্রতীক স্বরূপ কোনো বর্ণ নাই।

- স্পর্শ ব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি : পাঁচটি বর্ণ বা গুচ্ছে প্রত্যেকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলো স্পৃষ্ট ধ্বনিজ্ঞাপক। ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনকে স্পর্শ ব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
- উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্পর্শ ব্যঞ্জনকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : অঘোষ ও ঘোষ
  - যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না তাকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। যেমন : ক, খ, চ, ছ
  - যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় তাকে বলে ঘোষ ধ্বনি। যেমন : গ, ঘ, জ, ঝ
- এদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ
  - যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে তাকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি।
  - যেমন : ক, গ, চ, জ
  - যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি।
  - যেমন: খ, ঘ, ছ, ঝ
- শ, ষ, স, হ-চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এদের বলা হয় উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি। শ ষ স-তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ আর 'হ' ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।
- য , র , ল ,র অন্তঃস্ত বর্ণ ।
- ই, ঈ ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা এগিয়ে আসে, উচ্চে অগ্রতালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পৌঁছে।
- 'এ' মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি এবং 'অ' নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি।
- 'উ', 'ঊ' ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে এবং পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলা হয়।
- 'উ', 'ঊ' ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহবা উচ্চে থাকে বলে এদের বলা হয় উচ্চ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ও মধ্যাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি এবং অ-নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

- বাংলা আ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে আ-কে কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি এবং বিবৃত ধ্বনিও বলা হয়।
- শব্দে অবস্থানভেদে 'অ' দুইভাবে লিখিত হয়। যেমন :
    - স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন : অমর, অনেক।
    - শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন : কর, বল। এখানে ক ও র আর ব ও ল বর্ণের সঙ্গে অ বিলীন হয়ে আছে। (ক্+অর্+অ; ব্+অ+ল্+অ)।
- শব্দের অ-ধ্বনির দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়
    - বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন : অমল, অনেক, কত।
    - সংবৃত বা ও-ধ্বনির মতো উচ্চারণ। যেমন : অধীর, অতুল, মন। এ উচ্চারণগুলোতে অ-এর উচ্চারণ অনেকটা ও-এর মতো (ওধীর, ওতুল, মোন)।
- বাংলায় একাক্ষর / Monosyllabic শব্দে 'অ' দীর্ঘ হয়। যেমন : কাজ শব্দের 'অ' দীর্ঘ এবং কাল শব্দের 'আ' হ্রস্ব। এরূপ: যা, পান, ধান, সাজ, চাল, চাঁদ, বাঁশ।
- ই ঈ : বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই-ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ-ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই বা ঈ-দুটোই দীর্ঘ হয়। যেমন : বিষ, বিশ, দ্বীন, দিন, শীত।
- উ ঊ : বাংলায় উ বা ঊ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ই বা ঈ-ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং বহু অক্ষর-বিশিষ্ট বদ্ধাক্ষরে বা প্রান্তিক যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়। যেমন : চুল (দীর্ঘ), চুলা(হ্রস্ব), ভূত, মুক্ত, তুলতুলে, তুফান, বহু, অজু, করুণ।
- ঋ : স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ-এর উচ্চারণ রি অথবা রী-এর মতো হয়। আর ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা+ই-কার এর মতো হয়। যেমন : ঋণ, ঋতু, (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষ্টি (ক্রিষ্টি)।
- বিশেষ জ্ঞাতব্য বা দ্রষ্টব্য : বাংলায় ঋ-ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

এ-ধ্বনির উচ্চারণ

- এ কে স্বতন্ত্র স্বরধ্বনি বলা হয় ।
- ভাষা বিজ্ঞানী আব্দুল হাই এই নামকরণ করেন ।
- সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রক্ষিত হয়েছে।
- এ-ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম : সংবৃত ও বিবৃত। যেমন : মেঘ, সংবৃত/বিবৃত, খেলা (খ্যালা), বিবৃত।
- সংবৃত
    - পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে, আসে ইত্যাদি।
    - তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন : দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।
    - একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : কে, সে, যে।
    - 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : দেহ, কেহ, কেষ্ট।
    - 'ই' বা 'উ'-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : দেখি, রেণু, বেলুন।
- বিবৃত : 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট/ cat ও ব্যাট / bat -এর 'এ' /ধ-এর মতো। যেমন : দেখ (দ্যাখ), একা (এ্যাকা) ইত্যাদি।
- ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।
    - দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে। যেমন : এত, হেন, কেন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম-যেমন, সেথা, হেথা।
    - অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগের ধ্বনি বিবৃত। যেমন : খেংড়া, চেংড়া, স্যাঁতসেঁতে, গেঁজেল।
    - খাঁটি বাংলা শব্দ। যেমন : খেমটা, ঢেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।

- o এক, এগার, তের কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে। 'এক' যুক্ত শব্দেও। যেমন : একচোট, একতলা, একঘরে ইত্যাদি।
- o ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়, তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপে। যেমন : দেখ্ (দ্যাখ), দেখ (দ্যাখো), খেল্ (খ্যাল), খেল (খ্যালো), ফেল (ফ্যাল), ফেল (ফ্যালো) ইত্যাদি।

➢ ঐ ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ+ই কিংবা ও+ই=অই, ওই।

➢ অ, ই দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন : ক +অ+ই=কই/কৈ, বৃ +ই+ধ=বৈধ ইত্যাদি। এরূপ : বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

➢ ও বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কার দীর্ঘ হয়। যেমন : গো, জোর, রোগ, ভোর, কোন, বোন ইত্যাদি অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব হয়। যেমন : সোনা, কারো, পুরোভাগ।

➢ ও-এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট / boat শব্দের / oa -এর মতো।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

- ক-বর্গীয় ধ্বনি : ক খ গ ঘ ঙ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি।
- চ-বর্গীয় ধ্বনি : চ ছ জ ঝ ঞ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।
- ট-বর্গীয় ধ্বনি : ট ঠ ড ঢ ণ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টা হয় বলে এদের নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। আবার এগুলো ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় মূর্ধন্য ধ্বনি।
- ত-বর্গীয় ধ্বনি : ত থ দ ধ ন পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি।
- প-বর্গীয় ধ্বনি : প ফ ব ভ ম পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলে।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ

- স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণরীতির দিক থেকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ, অঘোষ ও ঘোষ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়।
- অল্পপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি / Unaspirated যেমন : ক, গ ইত্যাদি।
- মহাপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি / Unaspirated যেমন : খ, ঘ ইত্যাদি।

ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির উচ্চারণ

- অঘোষ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গাম্ভীর্যহীন ও মৃদু হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি / Unvoiced যেমন : ক, খ ইত্যাদি।
- ঘোষ ধ্বনি : ধ্বনি উচ্চারণরে সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি / Voiced হয়। যেমন : গ ঘ ইত্যাদি।

উচ্চারণের স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	১. অল্পপ্রাণ	২. মহাপ্রাণ	৩. অল্পপ্রাণ	৪. মহাপ্রাণ	৫. নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

অন্তঃস্থ ধ্বনির উচ্চারণ

- অন্তঃস্থ ধ্বনি : স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে ‘য র ল ব’ ইত্যাদি ধ্বনিকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।
- য : য বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি সাধারণত সম্মুখ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এজন্য ধ্বনিটিকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে বাংলায় এর উচ্চারণ ‘জ’ এর মতো হয়। যেমন : যখন, যাবেন, যুদ্ধ, যম ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে ‘য়’ উচ্চারিত হয়। যেমন : বি+যোগ=বিয়োগ।
- র : র বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহবার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তা দ্বারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলে ধ্বনিটিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়। যেমন : রাহাত, আরাম, বাজার।
- ল : ল বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেয়া হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন : লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।
- ব : বাংলা বর্ণমালায় বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব এদের আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নাই। আগে বর্গীয় ও ‘অন্তঃস্থ-ব’ দুই রকমের ‘ব’ লেখার আকৃতিও পৃথক ছিল এবং উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বলে ‘অন্তঃস্থ-ব’কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তস্থ ‘য’ ও অন্তঃস্থ ‘ব’ দুটি অর্ধস্বর / Semivowel প্রথমটি অয় বা ইয় (y) এবং দ্বিতীয়টি অব বা অও (w)-র মতো। যেমন : নেওয়া, হওয়া ইত্যাদি।